Fortnightly, Ahmadi,
August-September, 1952.

Reg No. D. A.—142

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্য্যায়
৫ম বর্ষ, ১০-১৪ সংখ্যা

পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর, ১৯৫২, শ্রাবণ—ভাদ্র, ১৩৪৯, এহসান-ওফা, ১৩৩১ হিঃ সাঃ

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكريم و على عبده المسيح
الموعود خدا کے فضل و رحم کے ساتھ هوا لناصر

জাফরুল্লা খানকে মন্ত্রিসভা হইতে বিতারণের প্রচেষ্টা

উদ্দেশ্য হাসিল করিবার জন্য কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রবল বিষোদ্গার, জাফরুল্লা প্রধান মন্ত্রী হওয়ার আশংকার জের

করাচী, ১১ই জুলাই,—পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লা খানকে পাক-মন্ত্রিসভা হইতে বিতারিত করিবার জন্য এখানে এক গভীর ও সুদূর-প্রসারী প্রচেষ্টা চলিতেছে। মন্ত্রিসভার ভিতরে এবং মন্ত্রিসভার বাহিরেও একদল বিশিষ্ট ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের প্রচ্ছন্ন সহায়তায় ও উৎসাহেই এই সকল প্রচেষ্টা চলিতেছে বলিয়া লবী মহল অনুমান করিতেছেন। জনাব জাফরুল্লা খান অতিশয় ন্যায়পরায়ণ ও দুর্নীতিমুক্ত ব্যক্তি বলিয়া তিনি অনেক নেতারই চক্ষুশুল হইয়া পড়িয়াছেন।

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের মূল নীতি কমিটিতে একমাত্র চৌধুরী জাফরুল্লা খানই শাসন কর্তৃপক্ষের হাত হইতে বিচার বিভাগকে আলাদা করিবার সুপারিশ করেন এবং তাহার এই সুপারিশকে কেন্দ্র করিয়া মূলনীতি কমিটিতে তাহার সহিত অপরাপর সদস্যের গুরুতর মতভেদ হয়। ইহাতে জনাব জাফরুল্লা খান উক্ত কমিটি হইতে পদত্যাগ করেন। তাহার পর হইতেই একদল শক্তিশালী ব্যক্তি জনাব জাফরুল্লা খানকে মন্ত্রিসভা হইতে বিতারিত করার জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু মন্ত্রিসভায় একমাত্র তাহার বিরুদ্ধেই কোন প্রকার দুর্নীতির অভিযোগ না থাকায়, অবশেষে তাহার শত্রুরা অন্যপথে তাহাদের হীন স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

জনাব জাফরুল্লার মত সুদক্ষ পররাষ্ট্র সচিব যে পাকিস্তানের বাহিরে যথেষ্ট নাম করিয়াছেন এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরেও যথেষ্ট শ্রদ্ধা পাইয়া থাকেন, তাহাতে মন্ত্রিসভার ভিতরের ও বাহিরের একদল শক্তিশালী ব্যক্তি আশংকা করিতেছেন যে জনাব জাফরুল্লা খান হয়ত তাহার আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও জাতীয় শ্রদ্ধার সুযোগে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হইয়া যাইতে পারেন। সেইজন্য তাহার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে নানাভাবে তাহাকে বিব্রত করার প্রচেষ্টা হইতেছে। এই সকল স্বার্থন্বেষীরা মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মীয় ভাবাবেগ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। জনাব জাফরুল্লা খান কাদিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান বলিয়া এখানে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে অকাদিয়ানী মুসলমানগণকে উত্তেজিত করা হইতেছে এবং যেহেতু জনাব জাফরুল্লা খান কাদিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত সেহেতু তাহাকে মন্ত্রিসভা হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য অকাদিয়ানী মুসলমানগণকে ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করিবার সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হইতেছে।

এতদুদ্দেশ্যে কিছুদিন আগে কাদিয়ানীদের এক বার্ষিক সভায় যখন জনাব জাফরুল্লা খান বক্তৃতা দিতেছিলেন, তখন একদল গুণ্ডাকে উক্ত সভায় আক্রমণ করিতে দেখা যায় এবং শেষে কাদিয়ানী ও অকাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক-ভাবে দাঙ্গা হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। বলা বাহুল্য এই সকল গুণ্ডারা জনাব জাফরুল্লা খানের বিরোধী দলের লোক কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল।

গতকল্য রাত্রিতেও এখানে জনাব জাফরুল্লা খানের বিরুদ্ধে এক জনসভার আয়োজন করা হইয়াছিল। এই সভায় সরাসরি জনাব জাফরুল্লা খানের পদচ্যুতি দাবী করা হয় এবং কাদিয়ানীগণকে অমুসলমান বলিয়া দাবী জানান হয়। এই সভায় কাদিয়ানীগণকে অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়।

সভায় পূর্ব্ববংগ হইতে আগত পূর্ব্ব পাকিস্তান জমিয়াতেল ওলেমার সভাপতি বলিয়া কথিত মৌলানা আবদুল হামিদ বাদাউনী নামক এক ব্যক্তি বক্তৃতা করেন। তিনি চৌধুরী জাফরুল্লার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলে সভাস্থ শ্রোতাগণ বিরক্তি প্রকাশ করিতে থাকেন। সভায় পাক পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রি মামদোতের খানও উপস্থিত ছিলেন। করাচীর দেশপ্রেমিক জনসাধারণ, কতিপয় স্বার্থান্ধ ব্যক্তিদের এই হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। পাকিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদের ও কায়েদে আজমের বিশ্বস্ত সহযোগীর প্রতি এই শ্রেণীর হীন আক্রমণের জন্য দেশপ্রেমিক জনসাধারণ খুবই মর্ম্মাহত হইয়াছে।

চিন্তা ধারা

[ইউরোপীয় নওমুসলিম ভ্রাতা জনাব দাউদ সাহেবের পূর্ব্বপাকিস্তান সফরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা]

ইতিমধ্যে তিনি ভিক্ষাবৃত্তির আর একটা নতুন ফন্দী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছেন। মুসলমানেরা তবলিগ একরূপ ছেড়েই দিয়েছে। ফলে আজকাল খুব কম লোকই ইসলামে দীক্ষা নিচ্ছে। কালে ভদ্রে কেহ যদি ইসলাম গ্রহণ করে তখন মুসলমানদের মধ্যে বেশ হৈ চৈ পড়ে যায়। একদল ধুরন্দর তাদের নিয়ে রোজগারে বের হয়। তাদের নামের শেষে পূর্ব্ব পুরুষদের উপাধিটা রেখে দেয় তাদের দ্বারা জালাময়ী বক্তৃতা দেওয়ান হয়। সর্ব্বশেষে তাদের জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন করা হয়। ব্যবসা বেশ জমে উঠে। আস্তে আস্তে তাদের মনে এ ভাব আসে যে সে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানদের ধন্য করেছে; মুসলমানদের কর্ত্তব্য তাদেরকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা; তখন ইসলামের চেয়ে রোজগারই তাদের নিকট বড় হয়ে দাঁড়ায়। শুনতে আশ্চর্য্য লাগে কিন্তু তিনি এমন নজিরও পেয়েছেন যে দূর দুরান্তে গিয়ে অনেক চালাক মুসলমানও নিজকে হিন্দু হ'তে মুসলমান হয়েছে বলে প্রচার করে। আসর জমায়ে তুলে! ধন্য তাদের ইসলাম প্রীতি! ধন্য তাদের ইমান দারী।

তিনি বলেন নবদীক্ষিতদের প্রতি মুসলমানদের সহানুভূতি থাকা উচিত কিন্তু ইহার একটা মাত্রা থাকবে। মাত্রাহীন হলে নবদীক্ষিতেরা আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা হারায়ে ফেলে। ইহাতে ক্ষতি বৈ লাভ হয় না। দীক্ষা গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে খোদা প্রাপ্তি। দুনয়ার লাভ লোকসানের সাথে ইহাকে জড়িয়ে ফেললে আধ্যাত্মিক জীবন নষ্ট হতে পারে। দুনয়াও পূর্ণ মাত্রায় অর্জ্জন করতে হবে কিন্তু তাহা ইসলামের নির্দ্দেশ মত হবে। নিজেদের খোশখেয়াল মত নয়।

একটা কথা লক্ষ্য করে বিশেষ ভাবে বিস্মিত হয়েছেন। এ সকল ভিক্ষা প্রার্থীদের অধিকাংশই বলে থাকে "আপনারা কত টাকা কত পয়সা কত ভাবে নষ্ট করে থাকেন, মসজিদ মাদ্রাসা ইত্যাদিতে দান করে ছদকায়ে জারিয়াতে হিস্যা নিন।" অর্থাৎ দান খয়রাতকেও তারা অপচেয়ের স্তরেই মনে করে থাকে। বস্তুতঃ তারা তাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অনুভব করে থাকে যে তারা যেভাবে অর্থ উপার্জ্জন করে থাকে তাতে প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল দান খয়রাতের অপচয়ই হয়ে থাকে।

যাক সে কথা। এখন রোজা ও ঈদ নিয়ে আলোচনা করছেন—রমজানের চাঁদ দেখার সাথে সাথেই চতুর্দ্দিকে কল কোলাহল পড়ে গেল। শিশুদের আনন্দই সবচেয়ে বেশী। ভক্তের দল রমজানের ফজিলত গ্রহণের পুনঃ সুযোগ পাচ্ছে বলে খোদার শুকরিয়া আদায় করছে! কিন্তু একদল মনে মনে বিরক্তি বোধও করছে। তাদের কথা পড়ে বলছেন।

দাউদ সাহেব রমজান মাস কোন মুসলিম প্রধান দেশে কাটাননি বলে এবার খুব আনন্দিত। ইসলাম যে পাঁচটি স্তম্ভের উপরে প্রতিষ্ঠিত রমজান ইহাদের অন্যতম। তিনি দেখতে চান রমজান মুবারককে মুসলমানগণ কিভাবে প্রতিপালন ক'রে থাকে এবং ইহার শিক্ষাকে কিভাবে নিজেদের মধ্যে প্রতিফলিত ক'রে থাকে। এখানেও তিনি মুসলমানদের নৈতিক অধঃপতনের বহু নতুন নতুন তথ্যের সন্ধান পেলেন। কোন জাতির যখন অধঃপতন আসে তাহা চতুর্দ্দিক হ'তেই আসে। মুসলমানদেরও তাই হ'য়েছে। কোরআন করীমে মুসলমানদের সীমা লঙ্ঘন করতে বার বার সাবধান ক'রে দিয়েছে কিন্তু তারা সীমা লঙ্ঘন ক'রেই চলেছে। ইহাতে কোন দাড়ি কমা নেই। রোজার বেলাতেও তাই। এখানেও অতিভক্তি ও অভক্তির লীলা খেলা চলছে। অতি ভক্তির দল ধরে নিয়েছে নামাজ রোজা দান খয়রাত করলেই ছওয়াব হবে। কিন্তু তারা ভুলে যায় যে আল্লাহতায়ালার আদেশ এবং ইচ্ছামতই ওগুলি করতে হবে। নিজেদের খেয়াল মত এগুলি পালন করলেই ছওয়াব হবে না। নামাজ, রোজা ইত্যাদি মোমেনের জীবনের চরম লক্ষ্য নয়। এগুলির ভিতর দিয়ে খোদা প্রাপ্তিই মোমেনের জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। কুচকাওয়াজ, ড্রিল ইত্যাদি সৈনিক জীবনের লক্ষ্য হল দেশের বা জাতির স্বাধীনতা রক্ষা করা। স্বাধীনতার যুদ্ধে যাতে সে পরাভূত না হয় বা বীরের ন্যায় মরতে পারে তজ্জন্য কুচকাওয়াচ ইত্যাদি দ্বারা তার জীবনকে প্রস্তুত করা হয়। তদ্রূপ কলেমা, নামাজ, হজ্জ, জাকাত ও মোমেনের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রস্তুতি স্বরূপ। পথকে লক্ষ্যস্থল বলে গ্রহণ করলে যা হয় অতি ভক্তিদেরও তাই হয়েছে।

ইসলামে আল্লাহতালা জোরজবরদস্তির কোন স্থান রাখেনি। ধর্ম্মের সত্য যে যতটুকু হৃদয়ংগম করতে পারে সে অনুপাতেই সে ধার্ম্মিক হবে। সমাজ হতে সর্ব্বসাধারণকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্য সুবন্দোবস্ত থাকা দরকার। তা না ক'রে রোজার সময়ে জোর ক'রে কাকেও রোজা রাখাতে গেলে সে বিদ্রোহী হবে। ধর্ম্মের প্রেরণা ছাড়া উপবাসের কষ্ট কয়জন স্বীকার করতে যাবে? তাই যারা জোর ক'রে রোজা রাখাতে চান তাদেরও তিনি সীমা লঙ্ঘনকারীদের মধ্যেই ফেলতে চান। কিন্তু সমাজে ধর্ম্মের প্রেরণা জাগায়ে তুলতে গিয়ে আসলে ওলামারা ব্যর্থতারই প্রমাণ দিয়েছে।

আল্লাহতায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি কত মেহেরবানী দেখায়েছেন। রোগী বা যারা সফরে আছেন তাদেরকে অন্য সময়ে রোজা পুরা করতে আদেশ দিয়েছেন। যারা বার্দ্ধক্যের দরুণ বা অন্য কোন কারণে যেমন গর্ভাবস্থায়, দুগ্ধপায়ী সন্তান থাকলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রোজা রাখতে অপারগ তাদের জন্য ফিদিয়া আদায়ের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য রোজা বাধ্যতামূলক করেন নি। কিন্তু কোরআন করীমের স্পষ্ট নির্দ্দেশের প্রতি উপেক্ষা ক'রে তথাকথিত মোল্লার দল মানুষের উপরে নানা প্রকার জবরদস্তি চালায়। অনেকের ধারণা রোজা মুখে রেখে অর্থাৎ রোজা রেখে মরলেও বেহেস্ত। ফলে অসুখ বিসুখের প্রতি লক্ষ্য না রেখেই রোজা রাখে। ইহাতে স্বাস্থ্য থাক আর যাক। এপ্রসংগে একটা ঘটনা শুনে তিনি অবাক হলেন।

কোন রুগ্ন ব্যক্তি রোজা রেখে শেষ বেলার দিকে বেহুস হয়ে যায়। তার রোজা ভেংগে দেওয়া ঠিক হবে কি না তজ্জন্য মোল্লা সাহেবকে ডাকা হল। তিনি এসে বেশ গম্ভীর ভাবে বল্লেন রোজা ভাংগা একটা খেলার কথা নয়। একটা

শুকনো মাটির ঢেলা এনে তার মুখে দাও, যদি ইহা ভিজে উঠে তবে রোজা ভাংগা যাবে না আর যদি ইহা না ভিজে তবেই রোজা ভাঙ্গা যাবে। কোরআন হাদীছে ইহার কোন সমর্থন না থাকুক—মোল্লাজির বুদ্ধির কেরামতি স্বীকার করতেই হবে।

সফরে যারা রোজা রাখে না তাদের প্রতিও নানারূপ হাসি বিদ্রোপ করা হয়। যদিও ইহার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ নেই। আল্লাহতায়ালা স্পষ্ট ভাষায় বলছেন যে যারা সফরে থাকে তারা যেন অন্য সময়ে রোজা রাখে। কিন্তু তাদের নিকট আল্লাহর আদেশের চেয়ে নিজেদের খেয়ালের মূল্যই বেশী।

রমজান মাসে খতমে তারাবি অর্থাৎ তারাবির নামাজের মধ্যে সারা কোরআন শরীফ পাঠ করা হয়। অবশ্য রমজান মাসে কোরআন পড়ে শেষ করা খুবই ভাল কথা। তবে হাফিজ রেখে ১০ দিন, ১৫ দিন বা এক মাসে যে ভাবে কোরআন খতম করা হয় তিনি তাহা কিছুতেই সমর্থন করিতে পারেন নি। এই পড়ার বিশেষত্বই হল তাড়াতাড়ি করা। ইমাম হতে আরম্ভ করে মোক্তাদিদেরই প্রায় সবই অর্থ বুঝে না। তাঁর মতে রমজান মাসে আলাদাভাবে সারা কোরআনের অর্থ সহ দরসের বন্দোবস্ত করতে পারলে খুবই ভাল হয় ইহাতে কোরআনের শিক্ষার প্রসার হবে। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে রমজান মাসকে উপলক্ষ ক'রে বহু পীর ফকির ইস্তাহার ছাপায়ে পথে ঘাটে প্রচার করছেন। ইহাতে রমজানের পবিত্রতা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা ক'রেই দানখয়রাত সৎকা, ফিৎরা ইত্যাদির উপর উদ্দেশ্যপূর্ণ জোর দিয়ে থাকেন এবং সর্ব্বশেষে ওগুলি যথাশীঘ্র তাদের নিকট পাঠায়ে সৎকায়ে জারিয়াতে সামেল হ'তে বিশেষ-ভাবে নছিহত করেন। তিনি বলেন এ সকল গদ্দীনিশীন পীর ফকিরগণ দান খয়রাতের জন্য যত তৎপর—ইহার সিকি ভাগের একভাগও অনুগামীদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য চিন্তা করেন না। আধ্যাত্মিক জগতের কর্ণধার বলে দাবী ক'রে যারা হাইল ধরতে অপারগ হন তাদের দ্বারা সমাজের অধঃপতন আসাই অতি স্বাভাবিক।

রমজান মানুষকে সংযমের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ শিক্ষা দেয়। মোমেন আল্লাহ তায়ালার আদেশে এক মাসকাল প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত কতকগুলি বৈধ কাজ হতে বিরত থাকে। খাদ্য ও পানীয় দ্বারা মানুষ জীবন ধারণ ক'রে থাকে। মোমেনগণ রমজান মাসে দিনের বেলায় সর্ব্বপ্রকার খাদ্য ও পানীয় হতে বিরত থাকে। অপর দিকে মরণশীল মানুষ সন্তানের ভিতর দিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। আল্লাহতায়ালার আদেশে রোজাদারগণ উপবাস কালে স্ত্রী সহবাস হতেও বিরত থাকে। এ সকলের ভিতর দিয়ে ইমানদার সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহতায়ালার আদেশে সে সর্ব্বপ্রকার ত্যাগে প্রস্তুত। এ যেন ইব্‌রাহিমী ত্যাগের একটা বাস্তব রূপ।

রমজান ব্রত প্রতিপালনের সারমর্ম্মই হল যে খোদাতায়ালার আদেশে যারা বৈধ খাওয়া পড়া ছেড়ে দিতে পারে তারা জ্ঞাতসারে কোনরূপ অবৈধ কাজ করতেই পারে না। কিন্তু তিনি দেখতে পেলেন যে রমজান মাসে মুসলমানদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি ও ঝগড়া ফসাদ ইত্যাদি বহুলাংশে বেড়ে যায়। এ পবিত্র মাসে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা মুসলমানদের সমীহ ক'রে চলে—না জানি সেথের বেটা কখন আগুন হয়ে উঠে। সাধারণতঃ আমরা দেখতে পাই যারা উপবাসী তাদের রাগ বেশী হয়ে থাকে। তাৎপর্য্য না বুঝে উপবাস করলে রমজান মাস বলে'ত রাগ শুকায়ে যাবে না!

তিনি একদল মুসলমানের সন্ধান পেয়েছেন যাদের মধ্যে শিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতও আছে। তারা ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন। এদিকে তাদের বিশেষ কোন চেষ্টাই নাই। তারা নামাজ পড়ে না, রোজাও রাখে না। কিন্তু সুযোগমত তারাই আবার মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে সুবিধা আদায় করতে কসুর করেন না।

এই সুবিধাবাদীদের আত্ম সম্মানের দৌড় দেখে তাঁর হাসি পেল। আর এক দল আছে যারা সারা বৎসর নামায এবং অন্যান্য ধর্ম্মের কাজে উদাসীন থাকে কিন্তু রোজার সময়ে বেশ তৎপর হয়। তারা হয়ত মনে ক'রে থাকে যে খোদার আদেশে যখন রোজার মত কঠোর আদেশ পালন করতে পারি তখন আল্লাহতায়ালা ধরে নিবেন যে তাঁর অন্যান্য আদেশ পালনে নিশ্চয় আমরা সমর্থ। অথবা তারা রমজানকে উপলক্ষ ক'রে নিজের জীবনে একটা পবিত্র পরিবর্ত্তন আনার সংকল্প গ্রহণ করে কিন্তু রমজানের অন্তর্দ্ধানের সাথে সাথে তাদের সংকল্পটিও উড়ে যায়। তাদের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য্য তুলে ধরলে তারা অতি সহজেই হয়ত ইসলামের প্রকৃত পা-বন্দ হয়ে উঠতে পারে।

গ্রাম দেশে তিনি একদল পীর ফকিরের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তারা গান, বাজনা, মদ, গাজা ইত্যাদি নিয়ে মত্ত থাকে এবং মনে করে যে তারা আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গেছে। এ নিয়ে তিনি আলাদা ভাবে আলোচনা করার ইরাদা রাখেন। তারা এবং তাদের চেলারাও রোজা রাখে না। চমৎকার যুক্তি তাদের। তারা বলে যে রোজা সামান্য পান বিড়ি খেলে ভেঙ্গে যায় এমন ক্ষণভংগুর রোজা তারা রাখে না। তারা গায়েবী রোজা রাখে যা কোন কিছুতেই ভাঙ্গে না। দাউদ সাহেব ভাবেন যারা খোদার আদেশে সামান্য পান বিড়িও ছাড়তে পারে না তাদের দ্বারা ইসলামের কি লাভ হতে পারে? যারা গাজার কুলকিতে টান দিয়ে খেয়ালের ঘোড়া দৌড়াচ্ছে তাদের জন্য 'গায়েবী রোজা' (?) রাখাই সম্ভব।

রোজাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতে গিয়ে একদল বলে থাকে যাদের ঘরে খাবার নেই তারাই রোজা রাখে। যাদের খাবার আছে তাদের আবার উপোস কিসের। শিক্ষিত এবং অর্দ্ধ শিক্ষিতদের মধ্যেই এই মতবাদের সংখ্যা বেশী। উগ্র বস্তুতান্ত্রিকতাই যে এ-সকল মতবাদের পেছনে তা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলেন।

সহরে বন্দরে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে প্রায় হোটেল-রেঁস্তারারই সম্মুখের দরজা বন্ধ থাকে কিন্তু পেছনের দরজা দিয়ে গিয়ে শতশত সক্ষম লোক নীরবে বসে খাচ্ছে। ইহাতে তিনি রমজানের একটা নৈতিক জয়ের ইংগিত পেলেন। তিনি অনুমান করেন যে হিসাব নিলে দেখা যাবে যে রোজাদারের সংখ্যা শতকরা ১০।১৫ জনের বেশী হবে না। রমজানের পরে মোমেনের জন্য আসে ঈদ। কৃচ্ছ সাধনার ভিতর দিয়ে মোমেন তাঁর প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হয়। আনন্দ তার ধরে না। ঈদ এই আনন্দেরই প্রতিচ্ছায়া মোমেন আধ্যাত্মিক জগতের এক নতুন স্তরে উন্নীত হন—যেখান থেকে তাঁর ঊর্দ্ধগতি আরো দ্রুত

(৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

খত্‌মে নবুওয়ত ও আহরার

জিল্লুর রহমান (আহমদি মুবাল্লিগ)

আঁ হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম খাতামুন্‌-নবীয়ীন, ইহা কোরআনে উক্ত হইয়াছে, ইহা সকল মুসলমানের সর্ব্ববাদী সম্মত আকীদা, ইহাতে বহুদলে বিভক্ত মুসলমানদের কোন দলেরই দ্বিমত নাই, থাকিতে পারে না। আল্লাহর তৌহীদও আঁ হজরত ছাঃ এর খাতামুন্নবীয়ীন হওয়াই ইসলাম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে। আজকাল আহমদিয়া জমাতের বিরুদ্ধে 'আহরার' নামিয় একদল লোক আজও জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া পাকিস্তানের সংহতিকে ব্যাহত করিবার জন্য এই বলিয়া হৈ হল্লা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে যে আহমদীগণ নাকি আঁ হজরত ছাঃকে খাতামুন্নবীয়ীন বলিয়া স্বীকার করে না, আহমদীয়া জমাতের গ্রন্থাদি, ঘোষণা পত্র, মুখপত্র-গুলি পাঠ করিলে দেখা যায় ইহা সর্ব্বৈবভাবে মিথ্যা, এর চেয়ে ঘৃণিত মিথ্যা আর কিছুই হইতে পারে না।

মানুষের বুক চিড়িয়া কেহ দেখিতে পারে না। মানুষের ধর্ম্মীয় আকীদা সম্বন্ধে তাহার মুখের কথার উপরই বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়। অতএব আহমদীগণ যখন বলেন যে আমরা আঁ হজরত মোহাম্মদ ছাঃকে খাতামুন্নবীয়ীন বলিয়া বিশ্বাস করি, অন্য কাহারও পক্ষে আহমদিগণ আঁ হজরত ছাঃকে খাতামুন্নবীয়ীন বিশ্বাস করে না বলার অধিকার নাই, বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে কিন্তু দুঃখের বিষয় সার্থান্ধ কাট মুল্লাদের একদল আহরারীদের এই নির্জ্জলা মিথ্যা প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে। তাহারা জানে না বা বুঝিতে পারে না যে এই আহরারিগণই পাকিস্তান লাভ করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পাকিস্তানের দুষমনদের হাতের ক্রীড়নকরূপে পাকিস্তান লাভের এবং কায়েদে আজমের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তাহারা ঘোষণা করিয়াছে পাকিস্তানের অস্তিত্ব কায়েম হইতে তাহারা কিছুতেই দিবে না আল্লার অনুগ্রহে যখন পাকিস্তান কায়েম হইয়া পড়িল তখন এই আহরারী দল রাতারাতি পাকিস্তানের ভক্তের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অন্যভাবে পাকিস্তানের অস্তিত্ব লোপ করিবার চেষ্টায় লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সীয়া সুন্নীদের মধ্যে ঝগড়া আহমদি ও গয়রআহমদিদের মধ্যে ঝগড়ার ইন্ধন যোগাইয়া পাকিস্তানের সংহতিকে ব্যাহত করিতেছে, এবং এইভাবে পাকিস্তানকে দুর্ব্বল করিয়া পাকিস্তানের দুষমণদের মনঃস্তুষ্টি লাভ করিতেছে। আমাদের বিশ্বাস হুকুমতে পাকিস্তানের অধিনায়কগণ যাহারা আহরারীদের অতীত ইতিহাস যাহা পাকিস্তান লাভ করিবার প্রাক্কালীন সময়ের সংবাদ পত্রগুলির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে অংকিত রহিয়াছে অনবহিত নহেন। এসম্বন্ধে হুকুমতে পাকিস্তানের দরদী অধিনায়কগণ যথাবিহীত কর্ত্তব্য করিবেন।

আমাদের বক্তব্য শুধু এইটুকু যে আহমদীগণ আঁ হজরত ছাঃকে খাতামুন্‌-নবীয়ীন স্বীকার করে না এই কথা বলা নির্জলা মিথ্যা। আহমদীদের কোন কিতাবে, মুখপত্রে, মাসিকিতে বা ছোট বড় কোন পুস্তক পুস্তিকায় কেহ কোথাও দেখাইতে পারিবে না যে আহমদিগণ আঁ হজরত ছাঃকে খাতামুন্নবীয়ীন বলিয়া বিশ্বাস করে না। বরং আহমদীয়া জমাতে দাখিল হইতে যে বয়েত নামা বা তৌবা নামা পাঠ করিতে হয় তাহাতে অতি সুস্পষ্ট ভাবে এই অঙ্গিকার করিতে হয় যে—

'আঁ হজরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাকো খাতামুন্নবীয়ীন একীন করোঙ্গা।'

অর্থাৎ 'আঁ হজরত ছাঃকে খাতামুন্নবীয়ীন বলিয়া বিশ্বাস করিব'।

এই কথা অঙ্গিকার না করিয়া কেহই আহমদি হইতে পারে না।

আহমদিয়া জমাতের প্রতিষ্ঠাতা নিজগ্রন্থাদিতে বার বার আঁ হজরত ছাঃকে খাতামুন্নবীয়ীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

হর নবুয়তকে বরোশুদ এখ্‌তেতাম' (দুরের ছমিন ফারসী) সর্ব্বপ্রকারের নবুয়ত তাহাতেই (হজরত মোস্তাফা ছাঃতেই) খতম্‌ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার আরও বহু গ্রন্থে আঁ হজরত ছাঃকে খাতামুন্নবীয়ীন বলিয়া উল্লেখে ও স্বীকার করিয়াছেন। আহমদি সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় খলিফা তাঁহার পয়গাম আহমদিয়ত পুস্তিকায় লিখিয়াছেন ঃ

"অনেকে মনে করে আহমদিগণ খত্‌মে নবুয়ত স্বীকার করে না এবং আঁ হজরত ছাঃকে খাতামুন্নবীয়ীন বলিয়া বিশ্বাস করে না, ইহা একটা ধোকা বই আর কিছুই নহে। আহমদিগণ মুসলমান বলিয়া পরিচয় দেয় কলেমা সাহাদত "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ' পড়ে তাহাদের পক্ষে খত্‌মে নবুয়ত অস্বীকার করা কিরূপে সম্ভবপর? আঁ হজরত ছাঃ আঃকে খাতামুন্নবীয়ীন না বলাই বা কিরূপে সম্ভবপর? এতদ্ব্যতীত আজকাল আহমদিদের মুখপত্র আলফজল পত্রিকায় প্রায় প্রত্যেক ইস্যুতে ঘোষণা করা হইতেছে যে আমরা অর্থাৎ আহমদিগণ আঁ হজরত ছাঃ আঃকে খাতামুন্নবীয়ীন বলিয়া বিশ্বাস করি।

দুঃখের বিষয় আহমদিদের এইরূপ পরিষ্কার ভাষণ থাকা সত্বেও এবং আহমদিগণ যে আকাশ পাতাল বিদীর্ণ করিয়া বলিতেছে যে আমরা আঁ হজরত ছাঃকে খাতামুন্নবীয়ীন বলিয়া বিশ্বাস করি ইহা সত্বেও আহরারীগণ আজও জনসাধারণের চক্ষে ধুলি দিয়া আহমদিগণের বিরুদ্ধে এইরূপ মিথ্যা প্রচারনা করিতেছে; তাহার মূলে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া পাকিস্তানের মধ্যে সাম্প্রদায়ীক কলহ সৃষ্টি করা এবং পাকিস্তানকে দুর্ব্বল করার ঘৃণিত উদ্দেশ্য নিহীত রহিয়াছে। এবং আহরারীদের অতীত ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমাদের এই ধারণা নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয়।

তবে 'খাতামান্নবীয়ীন' শব্দের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে প্রাচীন ও মধ্যযুগের গবেষণাকারী ইমাম ও ওলামাদের মধ্যে মতভেদ চলিয়া আসিতেছে!

১। ইমাম রাজী তফছীরে কবীরে ৬ষ্ঠ খণ্ড ৩১ পৃঃ মিশরীয় ছাপার বলিয়াছেন "কেহ 'খাতাম' হইলেই 'আফজল' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম হইতে হইবে তোমরা দেখিতে পাইতেছ না যে আঁ হজরত ছাঃ 'খাতামান্নবীয়ীন' হওয়ার দরুণই তিনি আফজালুল আম্বিয়া (শ্রেষ্ঠতম নবী) হইয়াছেন।"

২। ইমাম জুরকানী শরেহ মুওয়াহিবুল্লদুন্নিয়া কিতাবের ৩য় খণ্ডে মিশরীয় ছাপার ১৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

"খাতামান্নবীয়ীন" শব্দের অর্থ আকৃতি ও প্রকৃতিতে সকল নবী হইতে আহছানুল আম্বীয়া (সুন্দরতম) হওয়া, কারণ যেমন আংটি দ্বারা সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করা হয় তেমনি আঁ হজরত ছাঃ সমস্ত নবীদের সৌন্দর্য্যস্বরূপ ছিলেন।"

৩। তফছীর ফতহোল বয়ান ৭ম জিল্দ ২৮৬ পৃঃতে "আঁ হজরত ছাঃ নবীদের জন্য খাতাম অর্থাৎ আংটি সদৃশ হইলেন যদ্বারা মুহর করা হয় এবং আ হজরত ছাঃ তাঁহাদের মধ্যে একজন হওয়ার দরুণ তাঁহারা সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছেন"।

৪। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা কাছেম নানুতোবী রহ হুজ্জাতুল ইসলাম কিতাবে ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

"এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে যে আ হজরত ছাঃ এবং আরবদের ব্যবহারিক ভাষায় খাতামান্নবীয়ীন শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠতম নবী।"

৫। হজরত মৌলানা রোম মাছনবী ৬ষ্ঠ দফতরে বলিয়াছেন—

"বহারঈন্ খাতাম শুদস্ত-উ-কে বজুদ
মিছলে-উ নয় বুদ ও নয় খাহদ্দ বুদ"

অর্থাৎ আ হজরত ছাঃ এইজন্য খাতাম হইয়াছেন যে তাঁহার মত কেহ হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও কেহ হইবে না।

৬। স্বয়ং হজরত উম্মুল মোমেনীন আয়েসা ছিদ্দিকা রাজিয়াল্লাহু আন্হা বলিয়াছেন (৩ কমিলা মাজমাউল বিহার ৮৫ পৃঃ)

"রছুলুল্লাহ ছাঃকে খাতামান্নবীয়ীন বল রছুলুল্লাহ ছাঃ এর পর আর কোন নবী নাই এই কথা বলিও না'।

নমুনা স্বরূপ উপরে বুজরগানে দীনের যে সমস্ত উক্তি পেশ করা হইল এই উক্তিগুলিতে উল্লিখিত বুজরগানে দিন খাতামান্নবীয়ীনের যে অর্থ করিয়াছেন—আহমদিগণ ও খাতামুন্নবীয়ীনের এই অর্থই করিয়া থাকেন। আরও বহু বুজরগানে দিনের কথা এ সম্বন্ধে উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্থানাভাবে আর উল্লেখ করা গেল না! খাতামুন্নবীয়ীন এর এরূপ অর্থ করার জন্য আহমদিগণকে যদি কাফের মনে করা হয় তাহা হইলে উম্মুল মোমেনীন হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাঃ শাহ অলিউল্লা মুহাদ্দিছ দেহলবী মৌলানা কাছেম ছাহেব নানুতোবী পর্য্যন্ত অনেক বুজরগানে দীন যাহাদিগকে-ইসলামের স্তম্ভ স্বরূপ মনে করা হয় তাহাদিগকেও কাফের বলা হয় (নাউজুবিল্লাহ)।

আর একটা কথা লইয়া ইসলামের এই নাদান দোস্তগণ হৈ চৈ করিয়া থাকে এবং আহমদি জমাতের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করিবার বাহানারূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহা হইতেছে 'আ হজরত ছাঃ পরে আর কোন নবী আসিতে পারে না, আহমদিগণ আহমদি জমাতের প্রতিষ্ঠাতা কে—উম্মতি নবী বলিয়া বিশ্বাস করে'।

অজ্ঞ জনসাধারণকে উত্তেজিত করিবার একটা ঘৃণিত ধোকা বই তাহাদের এই কথার আর কোন মূল্য নাই আ হজরত ছাঃ আঃ এর পর আখেরী জমানায় উম্মতে মোহাম্মদীয়ায় ঈসা নবীউল্লাহর আগমণের কথা সকল মুসলমানই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। বিকৃত মুসলমানদের সংশোধন এবং জগৎময় ইসলামকে প্রচার করিবার জন্য আখের জমানায় প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ঈসা নবীউল্লার আগমণ মুসলমানদের সর্ব্ববাদী সম্মত মত। বিভিন্ন দলের মুসলমান সকলই আখেরী জমানার প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ঈসা নবীউল্লার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। পাকিস্তানে মুসলমানদের বিভিন্নদলের মধ্যে আত্মকলহে যাহারা লিপ্ত হইয়াছে তাহারা আখেরী জমানার প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ঈসা নবীউল্লার আগমণ সম্বন্ধে কি বিশ্বাস পোষণ করেন বা এ সম্বন্ধে তাহাদের আকীদা কি আমরা তাহা অবগত নহি।

পক্ষান্তরে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ঈসা নবীউল্লার আগমণ সম্বন্ধে সকল যুগের সকল মুসলমান একমত। আহমদিদের সঙ্গে যেটুকু মতভেদ তাহা এই যে আহমদিগণ বলেন প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী মসিহ নবীউল্লাহ আসিয়াছেন এবং তিনি আ হজরত ছাঃ এর উম্মত হইতেই আসিয়াছেন উম্মতি গয়র তশরিয়ী নবীউল্লাহরূপেই আ হজরত ছাঃ এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই আসিয়াছেন। আর যাহারা প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদীকে এখনও গ্রহণ করেন নাই তাহাদের মত ঈসা নবীউল্লাহ সেই বনী ইস্রাইলের ঈসা এখনও আসমানে সশরীরে জীবিত আছেন সেই বনী ইস্রাইলের ঈসা নবীউল্লাহ আসমান হইতে নামিয়া আসিবেন' আহমদিগণ বলেন বনী ইস্রাইলের ঈসা নবীউল্লাহ মরিয়া গিয়াছেন; যে ঈসা নবীউল্লাহর আসিবার কথা তিনি আ হজরত ছাঃ এর উম্মত হইতেই হইবেন, এ সম্বন্ধে আহমদিগণ কোরাণ হাদিছের প্রমাণাদি পেশ করিয়া থাকেন। অদ্যকার প্রবন্ধে ইহা আমাদের আলোচ্য নহে। আমাদের বক্তব্য এখানে শুধু এই যে আখেরী জমানায় ঈসা নবীউল্লার আগমণ সর্ব্ববাদী সম্মত মত। আহমদিগণ বলেন প্রতিশ্রুত ঈসা নবীউল্লাহ অর্থাৎ মসীহে মাওউদের আগমণ হইয়াছে আর অপর পক্ষ বলেন ঈসা নবীউল্লাহ অর্থাৎ মসীহে মাওউদের আগমণ ভবিষ্যতে হইবে। প্রতিশ্রুত মসীহে নবীউল্লার আগমণ সম্বন্ধে উভয় পক্ষই একমত।

ঈসা নবীউল্লার আগমণ স্বীকার করিয়া আ হজরত ছাঃ আঃ এর পর কোন প্রকারের কোন নবী আসিবে না বলিয়া হৈ চৈ করা আত্মপ্রবঞ্চনা বা অজ্ঞ জনসাধারণকে প্রতারিত করা বই আর কিছুই নহে।

আখেরী জমানায় হজরত ঈসা নবীউল্লার আগমণ করিবেন এই সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইসলামের বড় বড় ইমাম আওলিয়া ও উলেমাগণ আ হজরত ছাঃ এর পর গয়র তশরিয়ী নবী আসিতে পারেন বলিয়া জলন্ত ভাষায় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কতিপয় এরূপ উক্তি উদৃত করা গেল।

১। হজরত শেখ আকবর মুহিউদ্দিন ইবনে আরবী ফতুহাতে মক্কিয়ার ২য় খণ্ড ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

"আ হজরত ছাঃ এর আগমণে যে নবুয়ত বন্ধ হইয়াছে তাহা শরিয়ত ওয়ালা নবুয়ত ব্যতীত আর কিছুই নহে" মাকামে নবুয়ত বন্ধ হয় নাই আ হজরত ছাঃ এর শরীয়তকে মনছোখ করিয়া দিবে, কিংবা আ হজরত ছঃ এর শরীয়তে কোন অতিরিক্ত হুকুম আনয়ন করিবে এমন কোন নবী আসিবে না; আঁ হজরত ছাঃ পর কোন নবী আসিবে না কথার অর্থ এই যে আমার শরীয়তের বিরুদ্ধে আর কোন শরীয়ত আসিবে না বরং যখন কোন নবী আসিবেন আমার শরীয়তের অধীন হইবেন।"

২। হজরত ইমাম শারানী ইয়াওয়াকীত ওয়াল জওয়াহির কিতাবের ২য় খণ্ড ২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

আঁ হজরত ছাঃ এর কথা লানববীয়াবাদি ও লারসুলাবাদীর অর্থ শরীয়ত ধারী কোন নবী আমার পর আসিবে না'।

৩। হজরত শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী তফহীমাতে এলাহিয়া কেতাবে ৫৩ তফহীমে লিখিয়াছেন!

"আঁ হজরত ছাঃ এর দ্বারা নবুয়ত খতম হইয়াছে এই কথার অর্থ এমন কেহ আসিবে না যাহাকে আল্লাহ পাক শরিয়তের হুকুম দিবেন।"

৪। হজরত মুল্লা আলী কারী মৌজুওয়াত কবীর কিতাবে ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

"খাতামুন্নবীয়ীন কথার অর্থ এমন কোন নবী আসিবেন না যিনি আঁ হজরত ছাঃ এর ধর্ম্মকে মনছুখ করিয়া দিবেন এবং হজরতের উম্মত হইবেন না।

৫। আরেফে রব্বানী সৈয়দ আবদুল করীম ইনসানে কামেল কিতাবে ৩৬ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন।

"তশরীয়ি নবুওয়তের হুকুম মোহাম্মদ মোস্তাফা ছাঃ এর পর বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং এই জন্যই মোহাম্মদ মুস্তফা ছাঃ খাতামুন্নবীয়ীন হইয়াছেন।"

৬। শেখ আকবর মুহিউদ্দিন ইবনে আরবী ফতুহাত মক্কিয়া কিতাবের ২য় খণ্ড ৭৩ অধ্যায়ে ১৫৫ পৃঃ লিখিয়াছেন।

"নিশ্চয়ই কেয়ামত পর্য্যন্ত নবুয়ত মানুষের মধ্যে জারি রহিয়াছে যদিও শরীয়ত প্রবর্ত্তন করা বন্ধ হইয়া গিয়াছে"।

৭। মৌলানা আবদুল হাই ছাহেব লক্ষ্ণৌবী দাফেউল ওয়াছ ফি আছরে ইবনে আব্বাছ কিতাবের ৩য় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

"আহলে ছুন্নত জমাতের আলেমগণ এই কথার সত্যতা স্বীকার করেন যে আঁ হজরত ছাঃ এর জমানায় কোন নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক নবী হইতে পারে না এবং তাঁহার নবুয়ত সকলের প্রতিই ব্যাপক এবং যে নবী তাঁহার জমানায় হইবেন তাঁহাদের প্রতিও, অতএব সকল অবস্থায়ই মোহাম্মদ মুস্তাফা ছাঃ প্রেরিতত্ব সকলের প্রতিই ব্যাপক ভাবে আবর্ত্তিত।" এই রকম উক্ত কিতাবের ১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"আঁ হজরত ছাঃ এর জমানায় শুধু কোন নবী হওয়া নিষিদ্ধ নহে বরং নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক নবী হওয়া নিষিদ্ধ।"

৮। মৌলানা কাছেম ছাহেব নানুতবী দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা লিখিয়াছেন—"সাধারণ লোক আঁ হজরত ছাঃ আঃকে খাতামুন্নবীয়ীন এই অর্থে মনে করেন যে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তি নবীগণের পরে আসিয়াছেন এবং তিনি সকলের শেষে আসিয়াছেন কিন্তু জ্ঞানবান লোকগণ জানেন যে পূর্ব্বে বা পরে আসার মধ্যে কোন ফজিলতা বা সম্মান নাই; তবে প্রশংসার স্থলে খাতামুন্নবীয়ীন বলা কেমন করিয়া ছহি হইতে পারে? —তহজীরুন্নাছ ৩য় পৃঃ

"যদি রসুলে করীম ছাঃ এর পরও কোন নবীর আগমণ স্বীকার করা হয় তাহা হজরতের খাতামুন্নবীয়ীন হওয়ার বিরুদ্ধে হইবে না।" —তহজীরুন্নাছ ২৮ পৃঃ

অতএব উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মধ্যে উম্মতী নবীর আগমণ গয়র তশরিয়ী নবীর আগমণ ঈসা নবীউল্লার আগমণ প্রায় সর্ব্ববাদী সম্মত মত, অজ্ঞজন সাধারণ ও কাট মোল্লাগণ এক দিক দিয়া ঈসা নবীউল্লার আগমণ স্বীকার করিয়া থাকেন অন্য দিক দিয়া কোন প্রকারের কোন নবীর আগমণ স্বীকার করে না। এই পরস্পর বিরুধী ধারণা পোষণ করিলেও তাঁ হজরত ছাঃ পর উম্মতি গয়র তশরিয়ী নবীর আগমন স্বীকার করার দরুণ আহমদিগণ কাফের হইলে ইসলামের প্রায় সকল আলেম অলিউল্লা মুহাদ্দিস ইমামদিগকে কাফের বলিতে হয়! সুতরাং আহরারীদের এই কথা নিয়া হৈ চৈ করার মূলে পাকিস্তানে সংহতিকে ব্যাহত করা ছাড়া কোন ধর্ম্মিয় উদ্দেশ্য নাই। রাজনৈতিক দুষ্ট বুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া তাহারা এরূপ করিতেছে। আহমদিগণ কোন নূতন কথা বলিতেছে না বরং মুসলমান জাতির সংস্কারের মহান উদ্দেশ্য ও প্রেরণা লইয়া ইসলামের স্বতশিদ্ধ কথাগুলিই কোরাণ হাদিসের ও অলি আওলিয়া ইমাম মুহাদ্দিছগণের গবেষণা ও সিদ্ধান্তগুলিই প্রচার করিতেছে এবং জগতময় লাইলাহা ইয়াল্লাহু মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহর দিন জারি করিতে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাপাইয়া পড়িয়াছে। অতএব পাকিস্তানের দরদী মুসলমানগণ এই রকম রাজনৈতিক ধুরন্দরদের চালে চালিত হইয়া পরস্পরে আত্মকলহে নিমজ্জিত হইবেন না এবং যাহাদের অতীত ইতিহাস পাকিস্তানকে হইতে না দিবার অপচেষ্টায় কলুষিত আর পাকিস্তান কায়েম হইবার পর পাকিস্তানকে নষ্ট করিবার অভিসন্ধিতে লিপ্ত আল্লার দেওয়া এই নবজাত মুসলিম রাষ্ট্রের সংহতিকে আহত করিবেন না।

হে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তুমি খাতামুন্নবীয়ীন হজরত মোহাম্মদ মুস্তাফা ছাঃ আঃ এর উম্মতকে গুপ্ত ও প্রকাশ্য ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা কর এবং প্রকৃত শত্রু ও মিত্রকে চিনিবার জন্য তাহাদের হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দাও। আমিন।

শোক সংবাদ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ২৪শে আগষ্ট যুবক ভ্রাতা মৌলবী মোহাম্মদ আছাদুল্লা সাহেব ঢাকাস্থ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এপেন্ডিসাইটিস্‌এর অপারেশন করার ফলে এন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে.....) তিনি ৩৮ বৎসর বয়সে ওফাত পাইয়াছেন। তিনি বিধবা স্ত্রী ও নাবালক দুই পুত্র ও দুই মেয়ে রাখিয়া গিয়াছেন।

মরহুম ১৯৪৩ সালের দিকে বয়আত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নোয়াখালির বাসিন্দা ছিলেন। হজরত ইমাম মাহদী আঃকে গ্রহণ করার দরুণ তাঁহাকে নানা প্রকারের অবর্ণনীয় অত্যাচার, উৎপীড়ণ ও অবিচার সহ্য করিতে হইয়াছে। তিমি বাড়ী হইতে বিতারিত হন; তাঁহার পিতা তাঁহাকে সম্পত্তি হইতে বিমুখ করেন। তাঁহার স্ত্রীকেও তাঁহার সাথে নানা প্রকার উৎপীড়ণ সহ্য করিতে হয়। তিনি ইমানের প্রত্যেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এক কথায় তাঁহার ইমান আমল ও তবলিগি প্রচেষ্টা আদর্শ স্থানীয় ছিল। আমরা তাঁহার আত্মার মাগফেরাসের জন্য সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার দরগাহে দোয়া করি। তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারের জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

---

(৫)

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বেগে এগিয়ে চলে। এতদিন আত্মশোধন ও আরাধনায় বিভোর ছিল, এখন সে পুনঃ খোদার বান্দাদের সাথে প্রেম ভরে মিলিত হন। ঈদের ভিতর দিয়ে মোমেনগণ স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্বন্ধ নতুন ভাবে অনুভব ক'রে থাকে। নব প্রেরণা নিয়ে, নতুন পোষাকে সে ঈদগাহে যায়।

দাউদ সাহেব লক্ষ্য করেছেন যে ঈদকে লক্ষ্য ক'রে মোসলেম জাহানে এক শিহরণ জেগে উঠে। যারা রোজা রাখেনি, রোজাকে বিদ্রোপ করেছে, তারাও ঈদের সর্ব্বাধিক আনন্দ স্রোতে ভেসে চলে—তারাও ঈদগাহে যায়। ঈদ মানুষের এক মহা মিলন ভূমি। তিনি শুনেছেন বৎসরে মাত্র ঈদের দুদিন নামাজ পড়ে থাকে—এমন মোমেনের সংখ্যাও নাকি নেহায়েৎ কম নয়।

ঈদের আনন্দে স্ত্রী পুরুষ, যুবক যুবতী, বালক বালিকা, শিশু সকলই মেতে উঠে। সে দিনের কোলাকোলিতে ভাবের আদান প্রদানে, ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খে আত্মিয়ে অনাত্মীয়ে কোন ভেদাভেদ থাকে না সেদিন কারো কোন বিরুদ্ধে কারো কোন অভিযোগ, অভিমান থাকে না।

কিন্তু ঈদের বিমল আনন্দের মধ্যেও আধুনিকতার নামে সমাজে নানা পঙ্কিলতা স্থান পাচ্ছে। নাচ গান, ইত্যাদি না হলে আধুনিক যুবকদের ঈদই পূর্ণ হয় না। ঈদের কয়েক দিন পূর্ব্ব হ'তেই সিনেমা হাউসগুলি সজাগ হয়ে উঠে। "পবিত্র ঈদ উপলক্ষে শুভ উদ্বোধন" বলিয়া দৈনিক পত্রিকাগুলির বুকে তারকাদের বিভিন্ন অংগভংগী সহ বিজ্ঞাপন জারি হতে থাকে। রাস্তাঘাটেও ঘটা ক'রে ছবি ঝুলায়ে, প্রচার পত্র দিয়ে বেশ গরম ক'রে তুলা হয়—ফুল সিরিয়েলের বন্দোবস্ত ক'রে ঈদের আনন্দকে পূর্ণ (?) ক'রে তুলা হয়।

দাউদ সাহেব ভাবেন ইহার প্রতিকারের কথা যে ইসলামের আদেশে মদ্যপায়ী আরবেরা মদের পিপা ভেংগে দিয়ে মদিনার রাস্তাকে ভাসিয়ে দিয়েছিলো, যে ইসলামের ডাকে তারা সমস্ত ব্যভিচার, অন্যায় অত্যাচার ছেড়ে দিয়ে স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো যে ব্যক্তিত্বের আদর্শেও প্রেরণায় তারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েছিল—সে ইসলামও ব্যক্তিত্বকে পূর্ণ জীবিত না করতে পারলে সিনেমার সামনে পিকেটিং করলে 'হেজবুল্লা ক'রে' মদের দোকানে পাঞ্জাতে কোন ফল হবে না। ঈদের দিনে দাউদ সাহেবের চিন্তা রাজ্যে ১৪ শত বৎসরের খবরের ছবি ভেসে উঠলো! তিনি হাত তুলে খোদার দরগাহে কাঁদেন—হে সর্ব্ব শক্তিমান আল্লাহ—তুমি ঈদের দিনে শূন্য হাতে ফিরাইও না, আমাদিগকে পথের সন্ধান দাও।.....

জীবিত ধর্ম্ম

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

আমি একথা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি এবং এখনও সেই কথাই প্রথম বলিব যে, বর্ত্তমান যুগে দেশ বিদেশের মধ্যে যাতায়াতের পথ খুলিয়া যাওয়ায় সমস্ত পৃথিবী এক গৃহ এবং সমগ্র মানব জাতি যেন এক গুষ্টিতে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং পরস্পরের ভাবের আদান প্রদান ও কর্ম্মের যাচাইয়ের মধ্য দিয়া আজ দুনিয়ায় একটি মাত্র ধর্ম্মই টিকিয়া থাকা সম্ভব। অনেকগুলি ধর্ম্ম পাশাপাশি বিরাজ করা বর্ত্তমান মহামিলনের যুগে সম্পূর্ণ অসম্ভব। এমতে সেই ধর্ম্মই আজ জীবিত থাকার যোগ্য যাহা সার্ব্বভৌমিক। পাঠক, আসুন এখন আমরা জীবিত ধর্ম্মের যাচাইয়ের পন্থাগুলি বর্ণনা করি।

১। দাবী— প্রত্যেক ধর্ম্মের উৎস আল্লাহতায়ালা এবং উহার মূল ভিত্তি ঐশীগ্রন্থ। সুতরাং জীবিত ধর্ম্মের ঐশীগ্রন্থে দাবী থাকা চাই যে—

(ক) উহা আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে আসিয়াছে।

(খ) ঐ ধর্ম্মের পালন মানবকে আধ্যাত্মিক প্রাণ দান করে।

(গ) ধর্ম্মটি সার্ব্বভৌমিক।

২। বিশ্বস্ততা— (ক) যেহেতু ঐশীগ্রন্থ প্রত্যেক ধর্ম্মের মূল ভিত্তি ও সকল শিক্ষার উৎস সুতরাং ইহার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হওয়া উহা পালনের পূর্ব্বে একান্ত জরুরী ; একটি মহা মূল্যবান ঘড়ির ক্ষুদ্রতম অংশ হেয়ার স্পিরিং খানি হারাইয়া গেল যেমন গোটা ঘড়িটি অকেজো হইয়া পড়ে, তেমনি ঐশীগ্রন্থের মূল বচনে রদবদল ঘটিলে উহা বিশ্বাস, নির্ভর ও অনুসরণের অযোগ্য হইয়া যায়। সুতরাং জীবিত ধর্ম্মের জন্য উহার মূল ভিত্তি ঐশীগ্রন্থটিকে মানব হস্ত জনিত সকল প্রকার পরিবর্ত্তন, সংযোগ ও বিলোপ সাধন হইতে মুক্ত ও উহাকে সদা অপরিবর্ত্তিত ও বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকিতে হইবে।

(খ) ঐশীগ্রন্থের ন্যায় ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের শিক্ষা ও জীবনির পূর্ণ বৃত্তান্তও সমান জরুরী। অনুসরণকারীগণের সম্মুখে আদর্শের জন্য ইহা সদা প্রয়োজনীয়। কারণ আদর্শ বিহীন শিক্ষা বা বিধান যতই চমকপ্রদ ও শ্রুতিমধুর হউক না কেন মানব জাতির জন্য গ্রহণ ও পালনের অনুপযুক্ত। ভাল বিধান আমাদিগের শুধু বিচার বুদ্ধিকে সন্তুষ্ট করে কিন্তু ভাল আদর্শ আমাদিগের প্রাণের মূলে নাড়া দিয়া অনুভূতিকে জাগ্রত ও আমাদিগকে কর্ম্মে রত করায়। সুতরাং প্রবর্ত্তকের শিক্ষাও জীবনি ঐতিহাসিক হওয়া চাই।

৩। যৌক্তিকতা— জীবিত ধর্ম্মের শিক্ষা যুক্তিপূর্ণ হওয়া চাই। যুক্তির বিপরীত বা বাহিরের কথা কোন মানবের জন্য বেশী দিন মানিয়া চলা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। যে দিন তাহার জ্ঞানের উদয় হইবে সেই দিনই সে অযৌক্তিক কথা পরিত্যাগ করিবে। বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে বিশেষ করিয়া, অযৌক্তিক কথার কোন স্থান নাই।

৪। সাধনোপযুগীতা— প্রত্যেক জীবিত ধর্ম্ম কৃতিসাধ্য হওয়া চাই। তজ্জন্য—

(ক) ঐশীগ্রন্থে বর্ণিত বিধি নিষেধ পাঠান্তে বুঝিয়া পালন করিবার জন্য উহার ভাষা কথিত ও জীবিত হওয়া চাই। মৃত ও অকথিত ভাষার ব্যবহারিক অর্থ সম্বন্ধে মানব সাধারণ স্বভাবতঃ অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে উহা বুঝা ও পালনের জন্য অযোগ্য ও বিপদজনক। মৃত ভাষা মানবাত্মাকে আধ্যাত্মিক জীবনাভিষেক দান করিতে ও জীবিত খোদার নিকট পৌছাইতে অক্ষম।

(খ) জীবিত ধর্ম্মের শিক্ষা প্রাকৃতিক হওয়া চাই এবং শরীয়ত বা ধর্ম্ম বিধানের নিয়মাবলীর সহিত প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর সামঞ্জস্য থাকা চাই। প্রকৃতির বিধানের সহিত শরীয়তের বিধানের গরমিল হইলে উহা পালনের অযোগ্য হইয়া পড়ে।

(গ) জীবিত ধর্ম্মের শিক্ষা সহজ ও পালন যোগ্য হওয়া চাই।

(ঘ) প্রবর্ত্তকের জীবনীকে ঐশীগ্রন্থের দর্পণ স্বরূপ হইতে হইবে, যেন ঐশীগ্রন্থ লিখিত সকল বিধি নিষেধের আমলী নমুনা প্রবর্ত্তকের জীবনি মধ্যে পাওয়া যায়।

৫। প্রগতিশীলতা— (ক) জীবিত ধর্ম্মকে সদা সময়োপযোগী থাকা চাই, যেন উহার শিক্ষা যুগের সকল সমস্যার সমাধান ও দাবী পূরণ করিতে সক্ষম হয়।

(খ) জীবিত ধর্ম্মের শিক্ষা এমন হওয়া চাই যেন উহা সদা মানব মনোবৃত্তিনিচয়ের স্বাস্থ্য পূর্ণ উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ দান করে।

(গ) জীবিত ধর্ম্ম মানব জাতীকে সদা ক্রমোন্নতির পথে আগাইয়া লইয়া যাওয়া চাই।

৬। ব্যাপকতা— জীবিত ধর্ম্ম মানব জাতির সর্ব্ব অঙ্গ এবং জীবনের সকল স্তরের পথ প্রদর্শক হওয়া চাই।

(ক) উহাতে সৃষ্টিকর্ত্তা ও মানবের সম্বন্ধ পরিষ্কার ভাবে নির্দ্দেশিত হওয়া চাই।

(খ) ইহার শিক্ষা পুরুষ ও স্ত্রী, স্বজন ও পর, বাদশা হইতে ফকির এবং মহা পাপী হইতে নবী পর্য্যন্ত সকলের জন্য শান্তিপূর্ণ পথ প্রদর্শক হওয়া চাই।

(গ) জীবিত ধর্ম্মকে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রের জন্য আদর্শ সকল সমস্যার সমাধান দেওয়া চাই। যথা শরীর ও স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, রাষ্ট্র নৈতিক শিক্ষা, অর্থ নৈতিক শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা পরিস্কার ও পূর্ণ ভাবে দেওয়া চাই।

(ঘ) ইহলৌকিক ও পরলৌকিক মঙ্গল বিধান যুক্তিপূর্ণ ভাবে দেওয়া চাই।

৭। ঔদার্য্য— জীবিত ধর্ম্মকে সর্ব্বপ্রকার সঙ্কির্ণতা হইতে মুক্ত হইতে হইবে।

(খ) ইহাতে সর্ব্বক্ষেত্রে উন্নতির দ্বার সকলের জন্য সমান ভাবে খোলা থাকিতে হইবে।

৮। পরমত সহিষ্ণুতা— (ক) ধর্ম্ম মণ্ডলীর মধ্যে মতবিরোধ রহমতের কারন স্বরূপ হওয়া চাই।

(খ) অপর ধর্ম্ম এবং নবীগণের প্রতি স্বশ্রদ্ধ ব্যবহার ও বিজাতির প্রতি সুবিচার থাকা চাই।

(গ) হেকমত ও মিষ্ট বচন দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা থাকা চাই।

৯। সার্ব্বভৌমিকতা— (ক) ঐশীগ্রন্থের বিধানমূলে সকল দেশ ও সকল জাতির মধ্যে প্রচার করার ব্যবস্থা থাকা চাই।

(খ) সকল মানব জাতিকে এক পতাকা মূলে আনয়নের সুষ্ঠু ও কার্য্যকরী পরিকল্পনা থাকা চাই।

(গ) ঐশীগ্রন্থ মূলে প্রবর্ত্তকের জীবনীতে সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের ও সর্ব্ব জাতির জন্য সমবেদনা থাকা চাই।

(ঘ) এই ধর্ম্মে সকল মানবের সমান অধিকার ও সমান সম্বন্ধ অর্থাৎ বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব থাকা চাই।

১০। জীবিত নিদর্শণ— (ক) প্রত্যেক যুগে আল্লালতায়ালার সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বিশিষ্ট জীবিত আদর্শ থাকা চাই।

(খ) যুগের জীবিত আদর্শের সহিত সম্বন্ধে আসিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির আল্লাহতায়ালার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কায়েম করিবার সুযোগ থাকা চাই।

(গ) প্রত্যেক যুগে আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বের জলন্ত নিদর্শন প্রকাশিত হওয়া চাই।

এখন আমি জগতের সকল ধর্ম্মের মতাবলম্বীগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে তাহারা বিচার করিয়া দেখুন যে উপরে লিখিত পন্থাগুলি জীবিত ধর্ম্ম নিরুপণের অভ্রান্ত সহায়ক কি না এবং কোন ধর্ম্ম উপরে লিখিত শর্ত্তগুলি পূরণ করে। ইসলাম ধর্ম্মের সেবক হিসাবে জগতের সম্মুখে আমি এই দাবী পেশ করিতেছি যে একমাত্র ইসলাম ধর্ম্মই উপরি লিখিত সকল শর্ত্তকে পূরণ করে এবং ইহাও জানাইতেছি যে আরও যে কোন কষ্টি পাথর এই সত্য নির্ণয়ের জন্য যে কেহ পেশ করিবেন উহাও ইললাম ধর্ম্ম নিশ্চয়ই পূরণ করিবে। এখন আমি একমাত্র ইসলামই জীবিত ধর্ম্ম হওয়ার প্রমাণ উপরি লিখিত সজ্ঞামূলে নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

(ক্রমশঃ)

শোক সংবাদ

গত ৯ই সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টার সময় শ্যামপুর (রংপুর) জমাতের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট জনাব এছার উদ্দিন আহমদ সাহেব ইন্তেকাল ফরমাইয়াছেন ইন্নালিল্লাহে..... । মরহুম একজন মুখলেছ আহমদি ছিলেন। রংপুর জিলায় যাহারা প্রথমে আহমদিয়াত কবুল করিয়াছিলেন তিনি তাহাদের অন্যতম। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইয়াছিল। আমরা শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাইতেছি।

[সকলবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। পাক্ষীক আহমদীর নাম উল্লেখ করিয়া ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন।]

Printed at the AHMADI PRESS and Published by Mvi. Anwarul Haque
from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca. Editor, G. S. Khadim, B. L.